যুগান্তর

তারিখ: 08 APR 2014
পৃষ্ঠা: ... কলাম: ...

সাড়ে ৩ হাজার শিক্ষককে দ্রুত বদলির ব্যবস্থা

কোচিং বাণিজ্যের প্রতিকার

মুশতাক আহমদ

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাড়ে ৩ হাজার শিক্ষকের সামনে ঝুলছে বদলির খড়্গ। কোচিং বাণিজ্যের সিন্ডিকেট ভেঙে দেয়া এবং শিক্ষক সংকটে নিপতিত বিদ্যালয়গুলোকে শিক্ষক দেয়ার লক্ষ্যে সরকার এদের বদলির জন্য চিহ্নিত করেছে। আগামী ১৫ এপ্রিলের মধ্যে চিহ্নিতরা নতুন কর্মস্থলের ঠিকানা পেয়ে যাবেন।

দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, এসব শিক্ষক একই প্রতিষ্ঠানে বছরের পর বছর ধরে নিয়োজিত আছেন; অনেকেই আবার নির্লজ্জভাবে কোচিং বাণিজ্য এবং ছাত্রীদের হয়রানিসহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত। শিক্ষার্থীদের এক প্রকার জিম্মি করেই তারা নিজেদের কাছে কোচিং ও প্রাইভেট পড়তে বাধ্য করে আসছেন। চিহ্নিত এসব শিক্ষককে এখন সরকার বদলি করে দেবে। কারও হচ্ছে শাস্তিমূলক আর কারও স্বাভাবিক বদলি। বিশেষ করে কোচিং বাণিজ্যে জড়িতদের বদলিটা হবে শাস্তিমূলকভাবে এবং তাদের পাঠানো হবে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায়। আর কাউকে পাঠানো হবে উপজেলা পর্যায়ের বিদ্যালয়ে।

দেশে ৩২১টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এসব প্রতিষ্ঠান দেখভাল করে থাকে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি)। সংস্থাটির মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন যুগান্তরকে বলেন, সারা দেশে তারা ৫ শতাধিক শিক্ষক পেয়েছেন যারা কোচিং বাণিজ্যে জড়িত। একটি গোয়েন্দা সংস্থা সরেজমিন অনুসন্ধান শেষে ওই রিপোর্ট প্রণয়ন করেছে। মূলত একই প্রতিষ্ঠানে বছরের পর বছর চাকরি করা শিক্ষকরাই বেশি কোচিংয়ের সঙ্গে জড়িত। এই দুই ব্যবস্থা : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬

ব্যবস্থা : দ্রুত বদলির

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ক্যাটাগরির শিক্ষকদের বদলি করা হবে। আরও বলেন, মোট ৯টি অঞ্চলের মধ্যে ঢাকা, কুমিল্লা ও ময়মনসিংহের শিক্ষক বেশি রয়েছেন। আর বরিশাল, চট্টগ্রাম ও খুলনা অঞ্চলে সংকট বেশি।

জানা গেছে, সাড়ে ৩ হাজার শিক্ষকের মধ্যে সর্বনিম্ন ১৫ থেকে সর্বোচ্চ ২০ বছর পর্যন্ত একই প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছেন এমন শিক্ষক প্রায় ২ হাজার। আর দেড় সহস্রাধিক পাওয়া গেছে যারা সর্বোচ্চ ১০ বছর রয়েছেন একই প্রতিষ্ঠানে।

সূত্র জানায়, গোয়েন্দা সংস্থা কোচিংবাজ শিক্ষকদের যে তালিকা তৈরি করে, তার বাইরে আরও বেশকিছু শিক্ষক রয়েছেন যারা কোচিং বাণিজ্যে এখন অনেকটাই বেপরোয়া। ইতিপূর্বে সরকার কোচিংয়ের নীতিমালা প্রণয়নের পরও সংশ্লিষ্টদের নানাভাবে সতর্ক করে। কিন্তু এরপরও তারা নিজ নিজ অপকর্মে লাগামহীন। নতুন নতুন পদ্ধতিতে তারা কোচিং চালিয়ে যাচ্ছেন। এ কারণে মাউশি ফের কোচিংবাজদের তালিকা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়। ২০ এপ্রিলের মধ্যে তালিকা করতে মাউশির নয়জন আঞ্চলিক উপপরিচালককে নির্দেশ দেয়া হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাউশির সূত্রগুলো বলছে, দেশের বিভিন্ন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট প্রকট। ৩১৯টি বিদ্যালয়ে ১ হাজার ৫৮০টি শিক্ষকের পদ শূন্য। শিক্ষক সংকটের বড় একটি কারণ শিক্ষকদের শহরমুখী প্রবণতা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে কোচিং বাণিজ্যের সুবিধা। শহরে বসবাসের লক্ষ্যে অনেকেই নানা প্রভাব খাটিয়ে ঢাকা, রাজশাহী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহসহ শহরাঞ্চলের বিদ্যালয়ে পদায়ন নেন। শূন্য পদ না থাকলে 'সংযুক্তি' (অ্যাটাচমেন্ট) নিয়েও থাকছেন অনেকে। যে কারণে মফস্বলের বিদ্যালয়ের কোনো কোনোটি মাত্র ২ জন শিক্ষক নিয়েও চলছে। এসব প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগই তিন পার্বত্য এলাকায়। এছাড়া প্রত্যন্ত উপজেলাও রয়েছে। আবার এমন অনেক বিদ্যালয়ও রয়েছে, যেখানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষক রয়েছে। শহরাঞ্চলের এসব বিদ্যালয়েই সংযুক্তি নিয়ে থাকার প্রবণতা বেশি। অথচ মফস্বলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের অভাবে ভালোভাবে শিখতে পারছে না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এএস মাহমুদ জানান, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সরকার দু'ভাবে শিক্ষক সংকট নিরসনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একটি হচ্ছে শূন্যপদে নতুন নিয়োগ। কিন্তু এটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার হওয়ায় 'অন্তর্বর্তীকালীন পন্থা' হিসেবে শিক্ষকের সুসমন্বয় ও সুষম বণ্টনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় এই পন্থাটি বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় মোট ৫টি নীতি উদ্ভাবন করে। এছাড়া এ ব্যাপারে মাউশির কাছে একটি প্রস্তাবনাও চাওয়া হয়।

মাউশি মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন যুগান্তরকে বলেন, তারা মোট ৮টি নীতির ভিত্তিতে শিক্ষকের সমন্বয় ও কোচিং বাণিজ্য রোধের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সারা দেশের আঞ্চলিক পরিচালকদের নিয়ে এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে তা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। আরও জানান, ইতিমধ্যে আঞ্চলিক উপপরিচালকদের বদলির নীতি বাতলে দেয়া হয়েছে। ১৫ এপ্রিলের মধ্যে তারা তাদের কাজ সমাধা করে মাউশিকে জানাবেন।

মন্ত্রণালয়ের ৫ নীতি : শিক্ষক বণ্টনে সমন্বয় আর সংকটাপন্ন স্কুলগুলোতে নতুন শিক্ষক দেয়ার জন্য যে ৫টি নীতি করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে— একই প্রতিষ্ঠানে ১৫-২০ বছর ধরে কর্মরত শিক্ষকদের বদলি, শতভাগ শিক্ষক আছেন এমন প্রতিষ্ঠানে যারা কোচিং বাণিজ্যে জড়িত তাদের পার্বত্য অঞ্চলে ও উপজেলা পর্যায়ে বদলি, শিক্ষার্থী কম রয়েছে কিন্তু শতভাগ শিক্ষক আছেন এমন প্রতিষ্ঠানের ৫ ভাগ শিক্ষককে বদলি, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে নেই, এমন স্কুলে যারা সংযুক্ত আছেন তাদের শূন্যপদে অন্যত্র বদলি এবং যারা কখনও মাঠপর্যায়ে চাকরি করেননি, তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ মেয়াদের শিক্ষকদের উপজেলা পর্যায়ে বদলি করা হবে।

মাউশির ৮ নীতি : মাউশি মহাপরিচালক জানান, চলতি মাসের প্রথম দিকে আঞ্চলিক উপপরিচালকদের নিয়ে সভা করেন। সেখানে সবার পরামর্শের ভিত্তিতে ৮টি নীতি তৈরি হয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে— যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তুলনামূলক কম শিক্ষার্থী কিন্তু কর্মরত শিক্ষক বেশি সেখান থেকে সর্বোচ্চ মেয়াদের শিক্ষকদের বদলি করা হবে শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে এমন প্রতিষ্ঠানে। প্রথমত, প্রত্যেকে নিজ নিজ অঞ্চলের মধ্যে বদলির কাজ শেষ করবেন। শিক্ষক পাওয়ার ক্ষেত্রে যাদের শিক্ষক সংকট বেশি তারা আগে পাবে। কোচিং বাণিজ্যে জড়িতদের জন্মতারিখ, নিজ জেলা, চাকরিতে যোগদানের তারিখ উল্লেখ করে তালিকা হবে। ঢাকা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে বাড়তি যে শিক্ষক রয়েছেন তাদের বরিশাল, সিলেট ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাঠানো হবে। রাজশাহী অঞ্চলের কোচিংবাজদের রংপুর অঞ্চলে পাঠানো হবে। খুলনা অঞ্চলের কোচিংবাজদের পাঠানো হবে বরিশাল অঞ্চলে। কুমিল্লা অঞ্চলে যারা কোচিংবাজ তাদের পাঠানো হবে সিলেট ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে। যেহেতু বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলে শিক্ষক সংকট বেশি, তাই তারা নিজের অঞ্চলের শিক্ষক সমন্বয়ের পর আর কতজন লাগবে বিষয়ভিত্তিক তার একটি তালিকা মাউশিতে পাঠাবেন।

কোন পদে কত শূন্য : সারা দেশে বর্তমানে ৩১৯টি সরকারি বিদ্যালয়ে বর্তমানে ১ হাজার ৫৮০টি পদ শূন্য রয়েছে। এর মধ্যে ৩১৭টি পুরনো বিদ্যালয়ে বাংলায় ২৩০টি, ইংরেজিতে ২১০, গণিতে ১১৫, ভৌতবিজ্ঞানে ১৬৩, সামাজিক বিজ্ঞানে ৯৮, জীববিজ্ঞানে ১৫০, ব্যবসায় শিক্ষায় ১২০, ভূগোলে ৯৫, ইসলাম ধর্মে ১২০, কৃষিতে ৬১, শারীরিক শিক্ষায় ৮০, চারুকলায় ৯০ এবং ২টি নতুন বিদ্যালয়ে ৪৮টি পদ শূন্য রয়েছে।